তারিখ ... 04 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... ৫ ...

সমকাল

খুবি উপাচার্যের কাছে ঘুষ দাবি

চার কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফায়েকউজ্জামানের কাছে ১০ লাখ টাকা ঘুষ চাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চার কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো চার কর্মকর্তা হলেন– শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের যুগ্ম প্রধান স্বপন কুমার ঘোষ, উপ-প্রধান ওমর মো. ইমরুল মহসিন, ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. নাছিমা রহমান ও একই বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক আতোয়ার রহমান। এ ঘটনায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) অশোক কুমার বিশ্বাসকে প্রধান করে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. আখতার হোসেনকে প্রধান করে তিন সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ। এ কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন– কমিশনের অপর সদস্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলী মোল্লা এবং গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার পরিচালক সামছুল আলম।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ভবন নির্মাণ প্রকল্পের তদারকির জন্য কথিত এই 'সম্মানী'র অর্থ না পেয়ে স্বপন কুমার ঘোষ ও ওমর মো. ইমরুল মহসিন খুবি উপাচার্যকে হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ টাকা না দিলে তারা পরবর্তী কিস্তির ১৬ কোটি টাকা আটকে দেবেন বলে হুমকি দেন। দুই দফায় দুই বছর মেয়াদ বাড়ায় ৮৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই প্রকল্পের কাজ আগামী ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা।

উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েকউজ্জামান এ ঘটনা শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে জানান। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে এ কর্মকর্তারা কঠোর শাস্তি পাবেন বলে বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা সফররত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে জানিয়েছেন।

সমকালের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফায়েকউজ্জামান অভিযোগ করেন, প্রকল্পের কাজ মাত্র দুই মাস বাকি থাকা অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের যুগ্ম প্রধান স্বপন কুমার ঘোষ ও উপ-প্রধান ওমর মো. ইমরুল মহসিনসহ সাত সদস্যের একটি কমিটি 'মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য সম্মানী হিসেবে' বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করে। তা না হলে তারা এ প্রকল্পের শেষ কিস্তির ১৬ কোটি টাকা ছাড় না করার হুমকি দেন। তিনি বলেন, প্রকল্পের দুই মাস বাকি থাকতে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হওয়াটা স্বাভাবিক বিষয় নয়। সম্মানী বাবদ ১০ লাখ টাকা ধরা হয়েছে, এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এই সাত কর্মকর্তা ভিসিকে বলেন, তাদের এই সম্মানী নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। আরডিপিপিতে তা অনুমোদন পেয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, মন্ত্রিপর্যায়ে পুরো আরডিপিপি পড়ে দেখে তা অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়। এই সাত কর্মকর্তা ঘুষ নেওয়ার কৌশল হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবকে না জানিয়ে প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাবে (আরডিপিপি) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বাবদ বিবিধ খরচ থেকে ১০ লাখ টাকা সম্মানী হিসেবে দেওয়ার বিষয়টি কৌশলে যুক্ত করে দেন। এর পর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে ফোন করে তারা ১০ লাখ টাকা 'রেডি' রাখতেও বলেন। দাবি অনুযায়ী তাদের টাকা না দেওয়ায় গত সোমবারের মধ্যে নগদ ১০ লাখ টাকা ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ারও নির্দেশ দেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান, এ টাকা না দিলে প্রকল্পের শেষ কিস্তির ১৬ কোটি টাকা ছাড় করবেন না। এ ছাড়া ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্পও আটকে দেবেন। খুবি ভিসি ফোন

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

চার কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

করে জানানোর পর শিক্ষা সচিব স্বপন কুমার ঘোষ ও ইমরুল মহসিনকে কাজ থেকে বিরত রাখেন। তিনি তাদের ছুটিতে পাঠান। গতকাল ইউজিসিও তাদের দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছে। শিক্ষা সচিব সোমবার মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের ডেকে এক সভা করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'অনৈতিক পন্থায় অর্থ আয়ের ইচ্ছা থাকলে এ মন্ত্রণালয় ছাড়ুন। এখানে সামান্যতম অনিয়ম, অনাচার ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ৮০ কোটি ১০ লাখ টাকায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেয় সরকার, যার মেয়াদ ধরা হয় ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত। প্রথমে এই প্রকল্পের বিবিধ খরচ ধরা হয় ৫৫ লাখ টাকা। তবে দ্বিতীয় দফায় প্রকল্পের অর্থ ৬ কোটি ২৬ লাখ টাকা বাড়িয়ে ৮৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা করা হলে বিবিধ খরচ ১৫ লাখ টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ লাখ টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি চারতলা একাডেমিক ভবন, একটি চারতলা ছাত্র হল (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল), একটি ছয়তলা ফাউন্ডেশনের ছাত্রী হলের চারতলার একাংশ, আরেকটি ছাত্রী হলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলার সম্প্রসারণ, গেস্ট হাউস কাম ক্লাবের একাংশ, প্রশাসন ভবনের তিনতলার একাংশ, সেন্ট্রাল সায়েন্স ল্যাবের তিনতলার একাংশ এবং শারীরিক শিক্ষা বিভাগের একটি অংশ নির্মাণ করা হচ্ছে।

জানা গেছে, যে সাতজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে খুবি উপাচার্য ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ করেছেন, তাদের মধ্যে এই চারজন ছাড়া অন্য তিনজন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটে (আইএমইডি) কর্মরত আছেন।